আর্থিক লিপি | শিলিগুড়ি, সোমবার, ১৬ অক্টোবর, ২০১৭
Siliguri Monday, October 16, 2017
Arthik lipi, Page 3

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জমি ফিরে পাওয়াই লক্ষ্য

বিপিএমও'র কর্মসূচিতে আস্থা সিপিএমের

ফাইল চিত্র

স্টাফ রিপোর্টার: শক্তি ক্ষয় হতে হতে সাংগঠনিক অবস্থা একেবারে তলানিতে। তার উপর বিজেপির দ্রুত উত্থানে গ্রামাঞ্চলেও সিপিএম অস্তিত্ব সংকটে। এই অবস্থায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে হালে পানি পাওয়ার লক্ষ্যে বেঙ্গল প্ল্যাটফর্ম অফ মাস অর্গানাইজেশন বা বিপিএমও'র কর্মসূচিই ভরসা সিপিএম তথা বামফ্রন্টের। ১১৭টি বাম গণসংগঠনকে নিয়ে গঠিত এই বিপিএমও রাজ্য জুড়ে পদযাত্রার ডাক দিয়েছে। সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়াকে সামনে রেখে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহর সব অঞ্চল স্পর্শ করাই লক্ষ্য বামেদের। আগামী ২২ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে এই পদযাত্রা। কর্মসূচি শেষ হবে ৩ নভেম্বর। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে মোট ১১টি পদযাত্রা হবে। পদযাত্রা শেষে শিলিগুড়ি ও কলকাতায় সমাবেশও হবে।

পরের বছরেই রয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। কিন্তু রাজ্যে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের অস্তিত্ব সংকটে। বিরোধী আসনে টিকে থাকা দূরে থাক, বিজেপি তাদের পিছনে ফেলে দ্রুত তৃণমূলের মূল প্রতিপক্ষ হয়ে উঠছে। বিগত কয়েকটি নির্বাচনের ফলাফলে অন্তত সেটাই প্রমাণিত। বিজেপির একের পর এক কর্মসূচি নিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তারাই তৃণমূলের মূল প্রতিপক্ষ। অথচ সেইভাবে সিপিএমকে বড়সড় কর্মসূচি নিতে দেখা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় বিপিএমও'র কর্মসূচিকে সামনে রেখে হারানো জমি ফিরে পাওয়ার আশায় বামেরা।

বিপিএমও'র ডাকা কর্মসূচিকে সফল করতে সর্বোতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে বামফ্রন্ট। গত শুক্রবার এই নিয়ে বৈঠকও করে বামেরা। সেই বৈঠকেই ডাকা হয়েছিল বিপিএমও'র আহ্বায়ক শ্যামল চক্রবর্তীকেও ডাকা হয়। তাঁর কাছ থেকে কর্মসূচি সম্পর্কে সব কিছু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন বামফ্রন্টের প্রতিনিধিরা। তারপরেই এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর আগে ২০১৫ সালেও বিপিএমও'র তরফে এই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই কর্মসূচিতে ভাল সাড়া পাওয়া গিয়েছিল বলেই দাবি ছিল বাম নেতৃত্বের। যদিও বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি হয় বামেদের। তারপর অনেকটাই সময় গড়িয়েছে। আরও সংগঠন আরও দুর্বল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আরও বড় করে পদযাত্রার কর্মসূচি নিয়েছে বামেরা। রাজ্যের চল্লিশ হাজার গ্রাম, ১২৬টি শহর ও ৭৭ হাজার বুথকে স্পর্শ করার পরিকল্পনা নিয়েছে বিপিএমও। মূলত ১৭ দফা দাবিকে সামনে রেখেই এই পদযাত্রার ডাক দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত করা হবে অঞ্চলভিত্তিক দাবিগুলিকেও। ১০০ দিনের কাজ, রেশন কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা প্রভৃতি ইস্যুগুলিও থাকবে। এর থেকেই স্পষ্ট, পঞ্চায়েত নির্বাচনের লক্ষ্যে বামেরা পাদযাত্রাকে সামনে রেখেই মানুষের মন জয়ের চেষ্টায় নামতে চলেছে।

কালী পুজোর আর মাত্র তিনদিন। প্রতিমায় চলছে শেষ তুলির টান। ছবি : অরিজিৎ গাঙ্গুলী

দার্জিলিংয়ের পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যপালের দ্বারস্থ বিনয় তামাং-অনিত থাপা

স্টাফ রিপোর্টার: পাহাড় পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হলেন বিনয় তামাং-অনিত থাপারা। রবিবার বিকেলে রাজভবনে গিয়ে তারা রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে বিনয় তামাংরা পাহাড় পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যপালকে অবগত করেন। গোটা পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে হস্তক্ষেপ করে তারও দাবি জানিয়েছেন মোর্চা নেতা বিনয় তামাং। প্রসঙ্গত, ৯ জুন থেকে পাহাড়ে অশান্তি শুরু হয়। পরে গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে সামনে রেখে সেখানে লাগাতার বন্ধ শুরু হয়। কিন্তু শেষমেশ মোর্চাতেই ফাটল দেখা দেয়। বিনয় তামাংয়ের মতো নেতা আলোচনায় বসেন। বরফ গলতে শুরু করে। পুজোর আগেই পাহাড়ে বন্ধ উঠে যায়। ক্রমশ কোণঠাসা হতে থাকেন বিমল গুরুং। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা রুজু হয়। বিমল গুরুংয়ের খোঁজে তল্লাশি চালানোর সময় শুক্রবার ভোরে পুলিশের সঙ্গে বিমল গুরুংপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে এক পুলিশের মৃত্যু হয়। এই পরিস্থিতিতেই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন বিনয় তামাং ও অনিত থাপা। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিনয় তামাং

জানান, 'রাজ্যপালকে পাহাড় পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়েছি। গোটা পরিস্থিতিতে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করে সে ব্যাপারেও রাজ্যপালকে অনুরোধ জানিয়েছি।' তিনি আরও বলেন, 'পাহাড় সমস্যা নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে কথা হয়েছে। দীর্ঘদিন সেখানে বন্ধ ছিল। তার মধ্যেই বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। দু'দিন আগেই আবার পাহাড়ে অস্ত্রভান্ডার মিলেছে। এই সব বিষয়গুলি রাজ্যপালকে জানিয়েছি।' বিনয় তামাংয়ের বক্তব্য, 'আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। গোর্খাল্যান্ড ও অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা চাই। তাই এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যপাল যাতে কথা বলেন তার অনুরোধ জানিয়েছি।' পাহাড়ে বাংলা ভাষা চালু নিয়ে রাজ্যের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সরব হয় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড়ে ক্যাবিনেট বৈঠক করলে জঙ্গি আন্দোলন শুরু করে মোর্চারা। লাগাতার বন্ধেরও ডাক দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে গুরুংদের বিপক্ষে চলে যেতে থাকে বিনয় তামাং-অনীত থাপারা।

রাজ্য সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে বৈঠকেও বসেন তারা। বরফ গলতে শুরু করে। পাহাড়ে শান্তির বাতাবরণ বজায় রাখতে আজ নবান্নে সর্বদল বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকে যোগ দেবেন বিনয় তামাংরা। যোগ দেবেন মোর্চার তিন বিধায়ক।

এই সর্বদল বৈঠক প্রসঙ্গে রবিবার বিনয় তামাং জানান, 'আগের দিন আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম জিটিএ'র প্রতিনিধি হিসাবে। কাল আমরা সর্বদল বৈঠকে যোগ দেব রাজনৈতিক দল হিসাবে।' শনিবার গভীর রাতে পাতলেবাসে মোর্চার কয়েকজন সমর্থকদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ঘটনা সম্পর্কে বিনয় তামাং বলেন, 'এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা প্রশাসনকে বলেছি, ঘটনার তদন্ত হোক। তবে কোনও নির্দোষের যেন ক্ষতি না হয়।'

শব্দবাজি রুখতে পুলিশের পদযাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার: আদালতের নির্দেশে বাজি শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণ করতে বিধাননগর উত্তর থানার পক্ষ থেকে আজ একটি সচেতনতা পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পদযাত্রায় অংশ নেয় বিধাননগরের পুলিশের আইসি সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধাননগর হাসপাতালের সুপার পার্থ প্রতীম গুহ, বিধাননগর কর্পোরেশনের এমআইসি রাজেশ চিরিমার সহ সল্টলেকের বাসিন্দা ও বিশিষ্টজনেরা। বিধাননগরের হাসপাতালের সামনে থেকে শুরু হয়ে সল্টলেক সিটি সেন্টারের সামনে শেষ হয় এই সচেতনতা পদযাত্রা। পুলিশ জানিয়েছে, এই সচেনতা পদযাত্রার মাধ্যমে বিধানগরের মানুষ আরও সচেতন হবে। শব্দদানবের প্রভাব কমবে। কিন্তু তবু যদি কেউ অবৈধ বাজি ফাটায় তাহলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, সল্টলেকে প্রতি বছর দেখা যায় কালীপুজোর

দিনে রাত যত বাড়ে ততই শব্দদানবের প্রভাব বাড়ে। সল্টলেকে বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থাকে তারাও শব্দবাজির অত্যাচারে ও ধোঁয়ার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের যাতে এবার সমস্যা কম হয় সেই ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সল্টলেকে বহু অবৈধবাজির দোকান বসেছে, সেগুলির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আটক করা হবে অবৈধবাজি। এই প্রসঙ্গে সারা বাংলা আতসবাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায় বলেন, আইন মেনে কাজ হোক ঠিক আছে কিন্তু পুলিশ অনেক সময় অবৈধবাজির সঙ্গে বৈধবাজিও আটক করে। পুলিশ অহেতুক অত্যাচার করে এমন ঘটনাও ঘটছে। আমরা চাই, আইনের সরলীকরণের মাধ্যমে বাংলা আতসবাজি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত মানুষ ভালভাবে বাঁচুক।

শবর শিশুদের হাত ধরে এবার শ্যামা পূজার উদ্বোধন নিউ আলিপুরে

অর্পিতা লাহিড়ী

আলোর উৎসব দীপাবলি মাত্র কয়েক দিন পরেই উৎসবের জোয়ারে গা ভাসাবেন সাড়া দেশে মানুষ। দীপাবলির আনন্দতে ভাগ করে নিতে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে নানা ধরনের প্রস্তুতি। শহর সেজে উঠছে আলোয় মালায়।

তবুও প্রদীপ তালায় অন্ধাকারে মতোই এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যাদের জীবনে উৎসবে অংশ গ্রহণ বলে কোনও বিষয় থাকে না। দু- বেলা দু'মুঠো ভাতের লড়াই করতেই তাদের দিন গুজরান হয়।

সমাজের চোখে তারা ব্রাত্য। উৎসব প্রাঙ্গণে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। এরকমই কিছু শিশুর জীবনে আলো এনে দেওয়ায় সংকল্প নিয়েছেন

কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল অরূপ মুখার্জি। কলকাতায় ট্র্যাফিক সামলাতে সদা ব্যস্ত থাকলেও মন পড়ে থাকে পুরুলিয়া পুঞ্চা নবদিশা স্কুলে। নিজের উদ্যোগে এই পুলিশ কর্মী চেষ্টা করছেন শবর শিশুদের জীবনের মূল স্রোতে ফেরানোর। প্রায় ১০০ শিশু-কিশোর লেখাপড়া করে নবদিশা স্কুলে। এই শিশুরাই শ্যামা পূজার আগের দিন ১৮ অক্টোবর উদ্বোধন করবেন নিউ আলিপুরে একটি পুজোর। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রাজ্যের ক্রীড়া যুব কল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। সংগঠনের সদস্যদের কথায়, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। তাই শবর শিশুদের হাত ধরে এবার হবে তাঁদের পুজোর উদ্বোধন। অরূপবাবু জানালেন, শবর সম্প্রদায়কে এখন যথেষ্ট দূরে সরিয়ে রাখা হয়। তাদের সন্তানরা ঠিকমতো লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায় না। শুধু তাই নয়, দু- বেলা পেট ভরে ভাত ও দিতে পারেন না হতভাগ্য বাবা-মা। তাই অনেকেই ছেলে-মেয়েদের ছোটো বয়সে কোনও না কোনও কাজে যুক্ত করে দেন, যাতে অন্তত পেট টুকু চলে।

এই সমস্ত শবর শিশুদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল অরূপ মুখার্জি। এই শবর শিশুরাই উদ্বোধন করবেন সাহাপুর নিউ আলিপুরে মুক্তি সংঘ শ্যামা পুজোর। দীপাবলির আলো যেন এই শবর শিশুদের জীবনকে আলোকিত করে, আপাতত মায়ের কাছে সেই টুকু প্রার্থনা এই পুলিশ কর্মীর।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর মুক্তির দোরগোড়ায় 'গুহামানব'

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলা ছবিতে সম্পর্কের গল্প নতুন নয়। বিষয়টির উপর নির্ভর করে খ্যাতনামা বহু বাঙালি লেখক-সাহিত্যিকদের রচনা নিয়ে বহু ছবি হয়েছে বাংলাতে। এখনও হচ্ছে। কিন্তু নবাগত পরিচালক পারমিতা মুন্সি যে গল্পটি তাঁর ছবির জন্য বেছে নিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে জটিল এবং নারী-পুরুষ সম্পর্কের প্রচলিত ধারণার বাইরে বলা চলে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'গুহামানব' নিয়ে ছবি বানিয়েছেন পারমিতা। মূল উপন্যাসের মতো ছবিটির নামও 'গুহামানব' ই রাখা হয়েছে। ছবিতে অভিনয় করেছেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, কাঞ্চনা মৈত্র, শেখর দাস প্রমুখ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'গুহামানব' এমন এক সম্পর্কের গল্প বলে যেখানে শ্বশুর ও বউমার মধ্যে ধরা পড়ে এক ভালোবাসার টান এবং স্ফুরণ। এখানে সমাজের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কোনও সম্পর্কের কথা সেভাবে বলা না হলেও এমন এক অসম বয়স এবং সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে যা আমাদের মানবিক সম্পর্কগুলির নিরিখে বা সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা অস্বাভাবিক বলা চলে। নারী-পুরুষের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্কের তথাকথিত যে রূপ অন্যান্য গল্পে ধরা পড়ে এখানে তা বলা হয়নি। সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন ছবির কলাকুশলীরা। উপস্থিত ছিলেন লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও। লেখক জানিয়েছেন, তাঁর এই সৃষ্টি এবং এহেন সম্পর্ক অনেকটা বন্য জীবনের সঙ্গে মানানসই হলেও সভ্যসমাজে তা বেমানান।

পারমিতা মুন্সির এই ছবিটি নিয়ে শীর্ষেন্দুবাবু বলেন, এই লেখাটি নিয়ে যে কোনও ছবি তৈরি হতে পারে তা তিনি ভাবেননি। গল্পটি বেছে নেওয়ায় পরিচালককে সাধুবাদ জানিয়েছেন লেখক। অন্যদিকে, পারমিতা জানিয়েছেন, গত বছর কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছিল গুহামানব। ছবিটি দেখে প্রশংশা করেছিলেন দর্শকরা। পরিচালকের আশা, কিছু জটিলতার কারণে বাণিজ্যিকভাবে ছবিটির মুক্তি পেতে দেরি হলেও, দর্শকদের ভালো লাগবে ছবিটি। আগামী ২৭ অক্টোবর মুক্তি পাবে 'গুহামানব'